Study Material for Semester- Vi

Paper – International Relation After 2nd World War

Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,

Bidhan Chandra College, Asansol

সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মতাদর্শগত কারনে সমগ্র বিশ্ব দুটি প্রধান শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একটি শিবিরের নেতা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য শিবিরের নেতা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। অর্থাৎ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর নেতা ছিল সোভিয়েত রাশিয়া। বিশ্বরাজনীতিতে এই মেরুকরণকে বলা হয় Bipolarism বা দ্বিমেরুকরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরবর্তী কালের বিশ্বরাজনীতির প্রধান বিষয়ই ছিল দ্বিমেরুকরণ। দুই শিবিরই তাদের নিজেদের শক্তিকে বাড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বে একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়াই ছিল কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর নানা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লাভিয়া, পূর্ব জার্মানি, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া ও বুলগেরিয়া এই আটটি দেশে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় পূর্বইউরোপের এই সব দেশগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের লালফৌজ প্রবেশ করেছিল এবং এই সমস্ত অঞ্চলে সোভিয়েত রাশিয়া প্রভুত্ব কায়েম করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সাম্যবাদী সরকার গঠন করেছিল। এই সরকারের উপর সোভিয়েত রাশিয়ার ছিল অবাধ নিয়ন্ত্রণ। সোভিয়েত রাশিয়া ছিল তাদের অভিভাবক। মনে রাখতে হবে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে বিপ্লবের পথে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হয়নি। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সুযোগে সেখানে উপর থেকে সাম্যবাদ কে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেকের বক্তব্য রুজভেল্ট ও চার্চিল ইয়াল্টা সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি যে নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিল স্তালিন তার সুযোগ নিয়ে পূর্ব ইউরোপে বিনা বাধায় নিজের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংহতি আনার জন্য ১৯৪৯ সালে Council for Mutual Economic Assistance বা CMEA গঠন করেছিল। এই সংস্থা কে COMECON বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল পরিকল্পনার জবাব ছিল এটা। এর সদস্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়া, পোল্যান্ড, চেকোশ্লাভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া এবং বুলগেরিয়া। পরে আলবেনিয়া ও পূর্ব জার্মানি এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল। কমিউনিস্ট শিবিরভুক্ত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও ব্যাবসা বানিজ্য সম্প্রসারণে সাহায্য করা ছিল এই সংস্থার মূল লক্ষ্য। পূর্ব ইউরোপের সমাজ তান্ত্রিক দেশগুলোতে সোভিয়েত রাশিয়ার মডেলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছিল। ঐসব দেশে শিল্পায়নের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। কৃষিকাজে যৌথ খামার ব্যাবস্থার নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে সামরিক দিক দিয়েও সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রনে রেখেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রথমদিকে ভালই ছিল। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে তারা রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য ছিল যার জন্য সমাজতান্ত্রিক শিবিরে ভাঙন ধরে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল। এর কারনগুলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিক পরিবেশ এবং ঐতিহ্য একই ধরনের ছিল না। পূর্ব ইউরোপ বা বল্কান অঞ্চল যখন তুরস্কের শাসকদের নিয়ন্ত্রনে ছিল, তখন থেকেই জার শাসিত রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাদের মনে রাশিয়া সম্পর্কে ভীতি ছিল। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও এই ভীতি দূর হয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে একভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপে ভিন্ন পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর ভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিল। তারা পশ্চিম ইউরোপের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দ্বারা বেশি মাত্রায় প্রভাবিত ছিল। কমিউনিস্ট সংস্কৃতির প্রভাব এই দেশগুলোতে ছিল না। এমনকী তারা নিজেদের দেশে কমিউনিস্ট সংস্কৃতিকে অনুসরণ করতে চায়নি। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বজায় রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন জোর করে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোকে কমিউনিস্ট ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। সোভিয়েত রাশিয়ার এই ভূমিকা কে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি মেনে নিতে পারেনি।

সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলনা। একই মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে তাদের মূলগত প্রভেদ কে অস্বীকার করা যায়না। তারা নিজেদেরকে সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে একাসনে বসাতে পারেনি। সোভিয়েত রাশিয়ার কর্ণধার স্তালিনের আচরণ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি দ্বিধাহীনভাবে মানতে পারেনি। তাই কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে সামিল হয়েও পূর্ব ইউরোপ তার নিজস্ব চিরায়ত পথেই নিজেদের চালনা করেছিল। তাই বলতে কোন দ্বিধা নেই যে কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাদৃশ্যর থেকে বৈসাদৃশ্যই বেশি ছিল।

অর্থনীতির মানদন্ডে বিচার করলে দেখা যায় যে, পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী দেশগুলোর আর্থিক বুনিয়াদ আদৌ ভালো ছিল না। কমিউনিস্ট শাসনেও তাদের অর্থনৈতিক সংকট কাটেনি। বরং আর্থিক সংকট বেড়েছিল আরও। আর্থিক সংকটের গভীরতায় নিমজ্জিত হয়ে সাধারন মানুষ ও শ্রমিকরা এর প্রতিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। তাদের মনে সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সীমাহীন প্রশ্নের জন্ম হয়েছিল। কমিউনিস্ট শিবিরকে আর্থিক দিক দিয়ে সবল করার জন্য এবং মার্কিনীদের মার্শাল প্ল্যানের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া যে COMECON গঠন করেছিল তার সার্থকতা সম্পর্কেও তাদের মনে দ্বিধা এসেছিল। তাদের মনে হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার তাগিদে পূর্ব ইউরোপ কে ব্যবহার করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থের সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের স্বার্থের ফারাক ছিল বিস্তর। পূর্ব ইউরোপের বিকাশের পথে সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা পরিপন্থী বলেই চিহ্নিত হয়েছিল।

বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণকৌশল নিয়ে পূর্ব ইউরোপের সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার মতপার্থক্য সূচীত হয়েছিল। নান বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সাথে সোভিয়েত রাশিয়ার জটিল সম্পর্কের ছবি পূর্ব ইউরোপে প্রতিভাত হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের বহু কমিউনিস্ট চীন-সোভিয়েত বিরোধে চীনের পক্ষে ছিল। সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ে তাদের মনে যে মোহ ছিল তা ক্রমশ ভঙ্গ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমী গণতান্ত্রিক দেশগুলি পূর্ব ইউরোপের মানুষের মনে নানাভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি বিদ্বেষ কে বাড়িয়েছিল। এসবের পরিণতিতে কমিউনিস্ট শিবিরে ভাঙন ধরেছিল। ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল।